ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী • ২০১৪ এপ্রিল-জুন • ১৪২১ বৈশাখ-আষাঢ়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

পিকেএসএফ

তথ্য সাময়িকী

সূচিপত্র

পিকেএসএফ-এর ২৫ বছর পূর্তি	১
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা	২
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দের সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	৩
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	৪
FEDEC প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন	৫
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)	৬
PKSF-DFID পারস্পরিক সহযোগিতা	৭
সেমিনার: Capturing Multiple Dimensions of Poverty	৮
সেমিনার: অতিদরিদ্রদের অবস্থা ও উত্তরণের পথ	৯
অতিদরিদ্রদের জন্য কার্যক্রম-উজ্জীবিত	১০
পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা	১০
সেমিনার: Expanding the Horizon of Opportunities: Potential of Seaweed	১১
DIISP কার্যক্রম	১২
Turkey প্রতিনিধিদলের পিকেএসএফ পরিদর্শন	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩
পিকেএসএফ ও এটিএন বাংলা-র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	১৪
ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া বিষয়ে পরিচালিত গবেষণা	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের মহাসম্মেলন	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েব : www.pksf-bd.org

পিকেএসএফ-এর ২৫ বছর পূর্তি

"লাভের জন্যে নহে" এমন মূলমন্ত্র নিয়ে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পিকেএসএফ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান ২৫ বছরে পদার্পণ করল। এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বর্ষব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ১১ মে ২০১৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান।

এই অনুষ্ঠানে দেশের শিক্ষা ও নারী উন্নয়নে অবদানের জন্য দু'জন মহিয়সী নারীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এঁরা হলেন অধ্যাপক লতিফা আকন্দ এবং অধ্যাপক জাহানারা হক।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং পিকেএসএফ পরিবারের সদস্যসহ উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার আলোকে যেসব তথ্য ও চিন্তা উঠে আসবে, তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং যতদূর সম্ভব সেগুলোকে ধারণ করে পরবর্তী কর্মসূচিতে তা সংযুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সহযোগী সংস্থার সদস্য থেকে আরম্ভ করে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সকলেই এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

ড. আহমদ মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, তাঁর সহযোগিতা ব্যতিরেকে পিকেএসএফ এমন কার্যকর ও শক্তিশালীভাবে কার্যক্রম চালাতে পারত না। তিনি সকলের অবগতির জন্য বলেন, পিকেএসএফ মাত্র কয়েক কোটি টাকা ও অল্প কয়েকটি সহযোগী সংস্থা নিয়ে ছোট আকারে যাত্রা শুরু করলেও আজ তা বিশাল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিস্তৃত হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মোদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, যাতে করে দরিদ্র মানুষ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে এবং দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

চলমান...পৃষ্ঠা ২

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের যে উন্নতি হয়েছে তাতে পিকেএসএফ-এর বিশেষ অবদান রয়েছে। বিগত ২৪ বছর যাবৎ পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনের কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে সমাজ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। দরিদ্র শিশুদের জন্য বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র সংগঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা হতে ঝরে পড়া রোধসহ আরো অনেক বিষয়ে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড সরকারের কার্যক্রমকে সাহায্য করছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, পিকেএসএফ-এর Programmed Initiatives for Monga Eradication (PRIME) বা মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) এবং Innovative Invention Fund to Test New Ideas (LIFT) কার্যক্রম দু'টি সম্পর্কে তিনি অবহিত। বর্তমানে মঙ্গা কথাটি শোনা না গেলেও পাঁচ বছর আগ পর্যন্ত মঙ্গার দৌরাত্ম্য ছিল। তিনি বলেন, একান্তই দেশী ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের এ সব নিয়ে গর্ব করার অবকাশ রয়েছে। পিকেএসএফ-এর ২৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্রঋণকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই যে দারিদ্র্য বিমোচন হবে এমনটা না হলেও, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যেহেতু এক অস্ত্রে দারিদ্র্য বিমোচন হয় না, এজন্য অন্যান্য অস্ত্র যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির প্রয়োজন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "পিকেএসএফ-কে নিয়ে গর্ব করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে।" ২৫ বছরে পদার্পণকালে পিকেএসএফ-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। জনাব করিম, 'বর্ষব্যাপী রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সকল অতিথিবৃন্দ ও সংবাদকর্মীদেরকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি পিকেএসএফ-এর সৃষ্টির সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন এবং এর পথ পরিক্রমায় যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ৪৩তম সাধারণ সভা

জনাব মোঃ আবদুল করিম পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যান্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি।

বিগত ১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৩তম ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ এডভোকেট কাউন্সিল সভা উদ্বোধন করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিল অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি।

উল্লেখ্য যে, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোঃ আবদুল করিম বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় **রৌপ্য ব্যাঘ্র** পুরস্কার লাভ করেন যা বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সর্বোচ্চ পুরস্কার।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

বিগত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ফরিদপুরে অবস্থিত ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি'-এর কর্মী সম্মেলন-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত একটি স্কুল এবং সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমভুক্ত ৩টি সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও সংস্থাটি পিকেএসএফ-এর লিফট প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার সদর, ভাঙ্গা ও সদরপুর উপজেলার চরাঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাস জমি লিজ গ্রহণ বাবদ ঋণ কার্যক্রম এবং DIISP প্রকল্পের আওতায় বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঋণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ হতে সংস্থাটি ফরিদপুরে ৮টি প্রাইমারী স্কুলের মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। পরিদর্শনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শ্রেণীকক্ষে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করার জন্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সদস্যদেরকে চাহিদামাফিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যথাসময়ে ঋণ সরবরাহ করা, গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে প্রতিষেধক ও কৃত্রিম প্রজননে সহায়তা প্রদান করার জন্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করেন।

একই দিনে 'পিপিএসএস'-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি রাজবাড়ীস্থ সহযোগী সংস্থা 'কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা'-এর গোয়ালন্দস্থ পতিতালয়ের শিশুদের জন্য স্থাপিত সেইফ হোম, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এবং সংস্থার গোয়ালন্দ শাখার ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণ এবং শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃত সনদপত্র প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক, চলতি দায়িত্ব জনাব মোঃ মেছবাহুর রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দের সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১)

৫ এপ্রিল ২০১৪ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **আরবান** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার মিরপুর প্রকল্প কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। **আরবান** সমন্বয়কারী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় **আরবান** পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ সহায়তা কর্মসূচির সিনিয়র কর্মকর্তাগণসহ সকল প্রকল্প/কর্মসূচির প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি সঞ্চয় ও ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় লালবাগের শহীদনগর এলাকায় অবস্থিত ডি-১৬ শাখা কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

বিগত ১৫-১৬ জুন ২০১৪ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের টাঙ্গাইল জেলাধীন ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)'-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও সংস্থার উপকারভোগীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব মাহবুব হেলাল জিলানী তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত 'ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় গবাদি পশু পালন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং 'তড়কা রোগের ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প'-এর উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি একই গ্রামে DIISP প্রকল্পের 'মা ও শিশু' এবং সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক স্যাটেলাইট ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার 'ভ্যালু চেইন প্রকল্পভুক্ত' ভবানীপুর গ্রামে গড়ে উঠা দুধের বাজারে উপস্থিত দুধ বিক্রেতা, ক্রেতা এবং খামারিদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন প্রকল্পভুক্ত ভবানীপুর গ্রামের সাবেক ভিক্ষুক সদস্য পিঞ্জিরা বেগমের বাড়ি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার চাড়াবাড়ি শাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ফতেপুর গ্রামের 'ঋষি বাড়ি প্রি-প্রাইমারী স্কুল'টির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি একই শাখার শাকরাইল এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণগ্রহীতা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ও তার অন্যান্য বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত মৎস্য ও পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত কান্দাপাড়াস্থ হরিজন পল্লী আইডিয়াল প্রাইমারী স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, পতিতালয় শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, সোনার বাংলা শিশু নিবাসের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি এসএসএস হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং পরিদর্শন করেন।

ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

বিগত ১৯ জুন ২০১৪ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন চট্টগ্রামস্থ ইপসা'র **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। ইপসার **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সৈয়দপুরে। সভায় ইপসার প্রধান নির্বাহীসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সৈয়দপুর ও মহানগর **সমৃদ্ধি** শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ড. জসীম উদ্দিন বলেন, পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৪৩টি উপজেলার ৪৩টি ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য আর্থিক সুবিধা, রাস্তা সংস্কার, কালভার্ট নির্মাণ, ঔষধি গাছ রোপণ, ধারাবাহিকভাবে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা, নিরাপদ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, ল্যাট্রিন স্থাপন, জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহার, যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান এবং উন্নয়ন সচেতনতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ সমস্ত খাতের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য স্থির করে কাজ করে যাচ্ছে।

গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-২)

১৫ থেকে ১৬ এপ্রিল ২০১৪ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-২) জনাব গোলাম তৌহিদ মেহেরপুরস্থ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত **বিনামূল্যে চক্ষু শিবির-২০১৪** অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংস্থার অটোমেশন কার্যক্রম, ক্রয়কৃত জমির উপর স্থাপিত সংস্থার কৃষি খামার এবং হাসপাতাল কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। উপ-ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

বিগত ১১ জুন ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ ফাউণ্ডেশনের সমস্যাগ্রস্ত দু'টি সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এবং আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সংস্থা দু'টি তাদের বিদ্যমান সমস্যার সর্বশেষ অবস্থা এবং সে অবস্থা হতে উত্তরণের উপায় সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। পরিদর্শনকালে মাঠ পর্যায়ের মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া আদায়, ঋণ কার্যক্রমে গতি আনয়ন, তহবিল ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন, মাঠ পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রম সুসংহতকরণ এবং নাজুক উদ্বৃত্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সংস্থা দু'টিকে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' একটি সমন্বিত কর্মসূচি। ২০১০ সাল থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। তৃণমূল পর্যায়ে বিরাজমান সম্পদ ও পরিবারসমূহের দক্ষতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের সামগ্রিক উন্নয়ন এই কর্মসূচির লক্ষ্য। দারিদ্র্য দূরীকরণের মডেল হিসেবে প্রশংসিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কার্যপরিধি পরিবার ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। টেকসই দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য এ কর্মসূচি প্রয়োজন অনুসারে কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারসমূহকে ক্ষমতায়িত করে। পরিবারকে সমাজের ফলপ্রসূ কেন্দ্র হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে মানব মর্যাদা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা **সমৃদ্ধি**-র প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে এই কর্মসূচি দেশের ৭টি বিভাগের ৪০টি জেলার ৪৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সাথে সাথে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি যুব উন্নয়ন, স্যানিটেশন এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয় নিয়ে কাজ করে। উল্লেখ্য, বর্তমান অর্থবছর থেকে ৮৫টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের মহাসম্মেলন

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১১ মে ২০১৪ তারিখে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের অংশগ্রহণে একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি এবং এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত স্বাস্থ্যসেবিকা, শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য সহকারী, সমাজ উন্নয়ন কর্মী এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারীসহ প্রায় ২০০০ জন উন্নয়নকর্মী অংশগ্রহণ করেন। মহাসম্মেলনে উপস্থিত ১২ জন শিক্ষিকা এবং ১১ জন স্বাস্থ্যসেবিকা সমৃদ্ধি কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া স্বাগত ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নতুন ৮৫টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে আরো ১৫টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৮৪টি সংস্থাকে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভিক্ষুক পুনর্বাসন শীর্ষক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৩টি ইউনিয়নের ২১৫ জন ভিক্ষুককে স্বাবলম্বী করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। সহযোগী সংস্থা থেকে ছবি এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একটি পূর্ণ আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় থাকবে। এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য পরবর্তী কালে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে না মর্মে একটি চুক্তি সই করেছে। **সমৃদ্ধি** থেকে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করার বিষয়টি ধাপে ধাপে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি কার্যক্রম

- **কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ কার্যক্রম**

  স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ৪৩টি ইউনিয়নে শত ভাগ খানায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দুই বারে ৯,২৫,০০০টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে।

- **সবজি বীজ বিতরণ কার্যক্রম**

  ৪৩টি ইউনিয়নে রবি মৌসুমের বীজ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং খরিপ মৌসুমের বীজ বিতরণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০,০০০টি পরিবারে সবজি বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি

- **কারিগরি প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম**

  এ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিকভাবে ৫টি বহিঃপ্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪৩টি ইউনিয়নে ৭৫৯ জন যোগ্য ও আগ্রহী যুবককে মোট ১৭টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, সিলেটে প্রতিষ্ঠিত The Palace Resort-এ প্রশিক্ষণরত ৫০ জন যুবকের মধ্যে ৩৯ জনকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- **কেঁচো সার কার্যক্রম**

  কেঁচো সার কার্যক্রমের আওতায় ৪০টি সহযোগী সংস্থায় ৯৫২টি ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

- **চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন**

  স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ২৭টি ইউনিয়নে বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৫,৯৬০ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, ১,০০০ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান এবং ১,২০০ জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

- **ঋণ বিতরণ কার্যক্রম**

  সহযোগী সংস্থা হতে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে মে ২০১৪ পর্যন্ত ১৪২.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- **বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম**

  সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ৩৫টি ইউনিয়নে 'বিশেষ সঞ্চয়' কার্যক্রমের আওতায় ১,৪৫১ জন সদস্য ৪৫.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় জমা করেছেন।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র

কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১টি ইউনিয়নে ১৮৯টি **সমৃদ্ধি** ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ের ২১টি ইউনিয়নে ১৭৮টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৩য় বেইজলাইন জরিপ

তৃতীয় পর্যায়ের ৮টি সহযোগী সংস্থায় চলমান জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। জরিপকৃত তথ্য কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমৃদ্ধিভুক্ত সকল ইউনিয়নের তিনটি বেইজলাইন জরিপ হতে সর্বমোট ২,৪৭,৩৩২টি খানা পাওয়া গিয়েছে।

অভিঘাত মূল্যায়ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মধ্যবর্তী অভিঘাত মূল্যায়নের জন্য আইএনএম কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষাটির মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। আইএনএম-এর গবেষকবৃন্দ কর্তৃক গবেষণাটির তথ্য বিশ্লেষণ ও খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

FEDEC প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন

FEDEC প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজ বিগত ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে ৬ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। ৫৭.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ প্রকল্পে ইফাদের অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা, যাতে তা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়। এ উদ্দেশ্য অর্জনে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত চলমান ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমকে দ্রুত সম্প্রসারণ, শক্তিশালীকরণ এবং নতুন ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সৃষ্টিকে এ প্রকল্পের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পের তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হল:

(ক) ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমে অর্থায়ন
(খ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে) ও ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
(গ) তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজার অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প আশাতীত ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের আওতায় ৫,৬৩,১৭৭ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা পেয়েছে যাদের ৬৭.১২ শতাংশ মহিলা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ অর্জন প্রায় ৪১০ শতাংশ। এ প্রকল্পের আওতায় ৯৫৪০ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থাসমূহের ৬৮০১ জন এবং পিকেএসএফ-এর ১০৩ জন কর্মকর্তা ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঋণ প্রদান, উপ-খাত বিশ্লেষণ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের কমপক্ষে যে কোন একটিতে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ৩৯টি সহযোগী সংস্থা ২২টি উপখাতে ৪৪টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যা থেকে ঐসব উপখাত সংশ্লিষ্ট ১৫৩৮২ জন সরাসরি বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি এবং কারিগরি সেবা পেয়েছে। এসব ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে বলে প্রকল্পের সমাপনী প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ সম্পাদন

FEDEC প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি চূড়ান্ত প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ সম্পাদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Environment, Agriculture and Development Services Ltd. (EADS) এ জরিপ কার্যটি সম্পাদন করেছে। সম্পাদিত এ জরিপের প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, এই প্রকল্প বিভিন্ন উদ্যোগের আয়, উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। জরিপকৃত প্রায় সব উদ্যোক্তাই প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সহায়তায় উদ্যোগের আকার বৃদ্ধিতে সমর্থ হয়েছেন। বিগত দুই বছরে বিভিন্ন উদ্যোগের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ এবং মুনাফা যথাক্রমে ২৮ শতাংশ এবং ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। একই সময়ে জরিপকৃত ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহে ১০ শতাংশ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ইফাদের প্রকল্প সমাপনী মিশনের মূল্যায়ন

পাঁচ সদস্য-বিশিষ্ট ইফাদের সমাপনী মিশন গত ৭ জুন ২০১৪ তারিখ থেকে ২৭ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অফিস ও মাঠ পর্যায়ে FEDEC প্রকল্পের কার্যক্রম ও ফলাফল মূল্যায়ন করে। এসময়ে মিশন প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে। মিশন এ প্রকল্পে সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেছে।

বিগত ১৯ জুন ২০১৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, FEDEC উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনা : FEDEC প্রকল্পের আওতায় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও অর্জনসমূহ নিয়ে ২৬টি তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

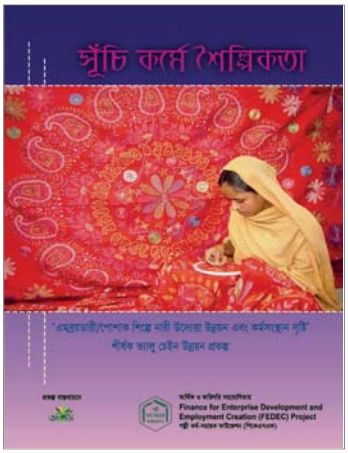

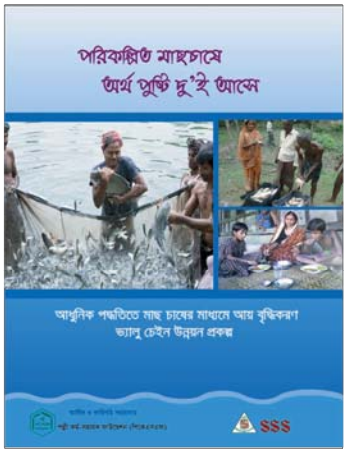

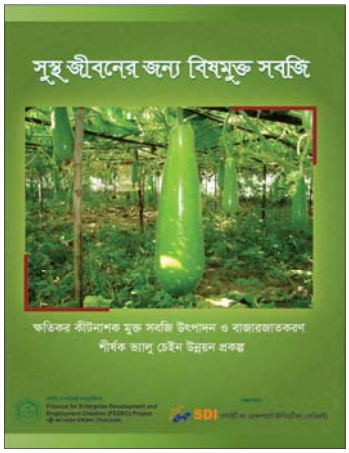

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার সিসিসিপি-এর মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিকেএসএফ-এর উপর ন্যস্ত করেছে। বিশ্বব্যাংক উক্ত প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। প্রাথমিকভাবে, সিসিসিপি-এর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ ১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত। প্রকল্পটি তিনটি প্রধান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে: লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা আক্রান্ত এলাকা।

বর্তমানে ১২টি জেলার ২৫টি উপজেলায় ২৭টি এনজিও'র মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ২৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। বর্তমানে এনজিওসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রধানত উপকারভোগী নির্বাচন, উপকারভোগীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (গবাদি পশু পালন, গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, কাঁকড়া পালন প্রভৃতি), বসতভিটা উঁচুকরণ, প্রদর্শনী খামার, চর এলাকায় মিষ্টি কুমড়া চাষ, উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির জন্য পুকুর পুনঃখনন, খাল পুনঃখনন, বন্যা এলাকায় সংযোগ সড়ক উঁচুকরণ/মেরামত, পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার উৎপাদন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

কারিগরি পর্যালোচনা কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত

অপেক্ষমান তালিকায় থাকা এনজিওসমূহের বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে ১৪টি সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবনা কারিগরি পর্যালোচনা কমিটিতে বিগত ১৮ জুন ২০১৪ তারিখের সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি ও পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রাপ্তির পর এনজিওসমূহের সাথে চুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

প্রশিক্ষণ : Environmental Safeguard & Management of CCCP Interventions and Finance & Accounts

বিগত ২১-২৬ জুন ২০১৪ তারিখে ২৭টি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে Environmental Safeguard & Management of CCCP Interventions and Finance & Accounts বিষয়ক দু'টি প্রশিক্ষণ রাজশাহী এবং খুলনা জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী; জনাব মাকসুদুল আমিন, কার্যক্রম কর্মকর্তা (পরিবেশ); জনাব মাহসিন হামুদা, এম এন্ড ই অফিসার; জনাব আশরাফুল ইসলাম, সিনিয়র একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার এবং জনাব সাবরিন সুলতানা, কার্যক্রম কর্মকর্তা প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মশালা : Sharing the Polices and Guidelines under CCCP to Implement the Project

বিগত ১৬-১৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে Sharing the Polices and Guidelines under CCCP to Implement the Project বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ১৬টি সংস্থার দু'জন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

লাইব্রেরী কর্ণার উদ্বোধন

প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সম্পর্কিত প্রায় ১৪০০ সংখ্যক বই ক্রয় করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর লাইব্রেরীর অভ্যন্তরে একটি আলাদা কর্ণারে এই বইসমূহ রাখা হয়েছে। বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ফউণ্ডেশনের মাননীয় সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উক্ত কর্ণার উদ্বোধন করেন। এ সময় ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) জনার ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক শফি আহমেদ, সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার, সিসিসিপি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

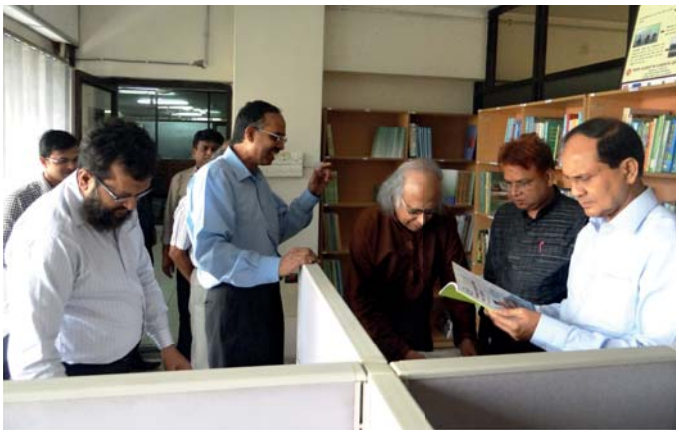

বিশ্বব্যাংকের ৩য় মিশন সম্পন্ন

বিগত ১-১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের তৃতীয় মিশন সম্পন্ন হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক তাদের Aide-Memoire-এ সিসিসিপি'র অগ্রগতিকে যথেষ্ট সন্তোষজনক বলে চিহ্নিত করেছে।

PKSF-DFID পারস্পরিক সহযোগিতা

উন্নয়ন সহযোগী ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে পরিচালিত PROSPER প্রকল্পের ৭ম বছর বর্তমানে চলমান। PROSPER প্রকল্প **সংযোগ** এবং **লিফ্‌ট** নামে দু'টি পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিএফআইডি তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ বছর এপ্রিল মাসে PROSPER-এর ২০১৪ সালের বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। প্রফেসর ড. মার্টিন গ্রিলি রিভিউ টীম-এর লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, মিস রাগিনি বাজাজ চৌধুরী, প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইজার, ডিএফআইডি, ভারত এবং জনাব আরিফুর রহমান, লাইভলিহুড এ্যাডভাইজার, ডিএফআইডি উক্ত টীমের সদস্য হিসেবে মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। মিস শাহনিলা আজহার, টীম লিডার, গ্রোথ এ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট, ডিএফআইডি এবং ড. রিয়াজুল ইসলাম, টীম লিডার, PROSPER (PCU) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে উক্ত টীমের সাথে যোগদান করেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও টীম লিডার PROSPER; ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) ও সমন্বয়কারী (সংযোগ) এবং পিকেএসএফ-এর PROSPER প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে রিভিউ টীমকে সহায়তা করেন। কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে রিভিউ টীম ৪-৭ এপ্রিল বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল এবং ১০-১৩ এপ্রিল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মসূচিভুক্ত কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন।

ডিএফআইডি-এর রিভিউ টীম বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের সংযোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত টীম উত্তরাঞ্চলের এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর মহিমাগঞ্জ শাখা, বিজ-এর ধাপেরহাট শাখা, ইএসডিও-এর মহেন্দ্রনগর ও চন্দনপাট শাখা এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর মানুষ মারার চর ও টেংগনমারী শাখার সংযোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলায় নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন-এর গাবুরা শাখা ও জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর ভেটখালী শাখা, খুলনা জেলায় কর্মরত হীড বাংলাদেশ-এর নলিয়ান শাখা এবং আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার-এর চালনা শাখার **সংযোগ** কার্যক্রম পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে তারা **সংযোগ**-ভুক্ত অতিদরিদ্র সমিতির সদস্যদের সাথে তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া তারা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ আয়োজিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডসহ স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। এছাড়া, রিভিউ টীম ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক চুয়াডাঙ্গায় বাস্তবায়নাধীন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন-ভিত্তিক LIFT উদ্যোগও পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, পরিদর্শন পর্বে রিভিউ টীম ৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে উত্তরাঞ্চল এবং ১৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে দক্ষিণাঞ্চলের সংযোগভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

পরিদর্শন শেষে রিভিউ টিম পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। ড. মার্টিন গ্রিলি রিভিউ প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে সংযোগ কার্যক্রমকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং সফল অতিদরিদ্রতা দূরীকরণ কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে 'সংযোগ' কর্মসূচিকে বর্ধিতকরণ ও সম্প্রসারণেরও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

বিগত ২৫-২৬ মে ২০১৪ তারিখে DFID-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের টিম মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত টিমে DFID Bangladesh-এর Country Representative Ms. Sarah Cooke, DFID UK-এর Chief Economist Mr. Stefan Dercon, Extreme Poverty Team Leader Mr. Graham Gass, Private Sector Team Leader Ms. Shahnila Azher, Senior Economic Adviser Mr. Stuart Davies, CLP Team Leader Mr. Matthew Pritchard সহ DFID-এর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই টিম পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত কুড়িগ্রাম জেলাস্থ চিলমারী উপজেলার মানুষ মারার চর শাখার আওতায় সংযোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, জনাব গোলাম তৌহিদ এবং জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক তাদের সহযোগী ছিলেন। এছাড়াও আরডিআরএস-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ টিম-এর সাথে ছিলেন।

পরিদর্শনকালে মানুষ মারার চর শাখার অতিদরিদ্র সদস্যদের সাথে কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং তারা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় চলমান স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, জনাব গোলাম তৌহিদ এবং জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং এর মাধ্যমে কিভাবে পরিবেশগত ও ভৌগোলিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরসন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন শেষে ২৬ মে ২০১৪ তারিখ আরডিআরএস-এর সভাকক্ষে DFID এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে **সংযোগ** কার্যক্রম সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ সম্পর্কে এবং টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর **সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি** সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সদস্যদেরকে নমনীয় শর্তে প্রদেয় কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, বিশেষায়িত তহবিল এবং আপৎকালীন তহবিল সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এছাড়াও, বর্তমানে উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং খানার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পিকেএসএফ যে কাজ করছে সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) সংযোগ কার্যক্রমের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনায় সংযোগ কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং সংযোগভুক্ত সদস্যের ওপর এর প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। ড. এম এ বাকী খলীলী, নির্বাহী পরিচালক, আইএনএম, জনাব গোলাম তৌহিদ, জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা এবং DFID-এর প্রতিনিধিগণ উক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনার

Capturing Multiple Dimensions of Poverty

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার ২৫-বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ষব্যাপী রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনের আওতায় ১৭ মে ২০১৪ তারিখ সকাল ১০টায় পিকেএসএফ মিলনায়তনে Capturing Multiple Dimensions of Poverty: Going beyond Conventional Measurements শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের

সচিব ড. এম. আসলাম আলম এবং মূল আলোচক ছিলেন পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব রাশেদ খান মেনন, মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারের সভাপতি ড. এম. আসলাম আলম, সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। প্রকৃতপক্ষে, উন্নয়নশীল দেশ বলতে দরিদ্র দেশকেই বোঝানো হয়। তিনি বলেন, সমাজের একটি অংশকে দরিদ্র রেখে কোন দেশ উন্নত হতে পারে না। দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপরে নিয়ে আসার জন্য বিশ্বব্যাপী নানা প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশেও দারিদ্র্য বিমোচনকে সামনে রেখে সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। দেশে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের যে সকল কর্মকাণ্ড রয়েছে সেগুলো দরিদ্র মানুষকে লক্ষ্য করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেমিনারের মূল আলোচক ড. আহমদ দারিদ্র্যকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ও পরিমাপ করার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রথাগত দারিদ্র্য পরিমাপের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে প্রকৃত দারিদ্র্যের স্বরূপ চিহ্নিতকরণ ও দারিদ্র্য নির্মূলে কার্যকর পথ অন্বেষণের দিক-নির্দেশনা ড. আহমদ-এর আলোচনায় উঠে আসে। বিশেষত পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্য নির্মূলের যে প্রয়াস নেয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে আরো ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নির্মূলের বিষয়টি সেমিনারে আলোচিত হয়।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মানুষের জীবন বহুমাত্রিক এবং এ কারণে দারিদ্র্যও বহুমাত্রিক এবং কেবল কিছু টাকা দিয়ে এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্যকে দূর করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্যকে দূর করতে হলে এর বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বহুমাত্রিক নীতি প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, কেবল ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দারিদ্র্যকে দূর করা যায় না। এই লক্ষ্যে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ পৃথক পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে অতিদরিদ্র ও দরিদ্রসহ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে দারিদ্র্য নিরসন ও মানবিক উন্নয়নের জন্য **সমৃদ্ধি** নামক কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার কারণে পিকেএসএফ প্রথাগত কর্ম-পরিকল্পনা থেকে বের হয়ে মানুষকে কেন্দ্র করে কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

সেমিনারের প্রধান অতিথি জনাব রাশেদ খান মেনন, মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে পিকেএসএফ-কে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে যে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে তার মুখ্য অংশীদার পিকেএসএফ। তিনি বলেন, দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক নির্দেশকসমূহ চিহ্নিত করা যেমন জরুরি, তেমনি দারিদ্র্য সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

জনাব মেনন বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে কার্যকর করা গেলে সুশাসন নিশ্চিত করা যেত এবং তা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হতো।

জনাব মেনন দরিদ্রদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং কাজ করার ক্ষেত্রে আদিবাসী এবং দলিত শ্রেণির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বিশেষত দলিত শ্রেণির মানুষেরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত। সামাজিকভাবে তাদের যে বঞ্চনা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্ত্রী বলেন, এদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হলে এরা নিজেরা এগিয়ে এসে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবে।

তিনি আরো বলেন, অচিরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে যাচ্ছে, এমন আত্মতৃপ্তি পাবার কোন কারণ নেই। এদেশে অনেক মানুষ দরিদ্র রয়েছে। দারিদ্র্য সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট করতে হবে এবং এর বহুমাত্রিকতা বিবেচনা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ অন্বেষণ করতে হবে।

প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ প্রদান করে ড. আলম, তাঁর সংক্ষিপ্ত সমাপনী বক্তব্যে দারিদ্র্য সম্পর্কে দরিদ্র এবং যারা দরিদ্র নয় সকলের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে তুলে ধরার জন্য পিকেএসএফ এবং সেমিনারের মূল আলোচক ড. আহমদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে মূলত আয় দারিদ্র্য বিবেচনা করা হলেও দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পিকেএসএফ যেভাবে বিষয়টির সূত্রপাত করেছে, সেভাবে বিষয়টিকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি কেবলমাত্র গাণিতিকভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের দিকে না তাকিয়ে প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য হ্রাসে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান।

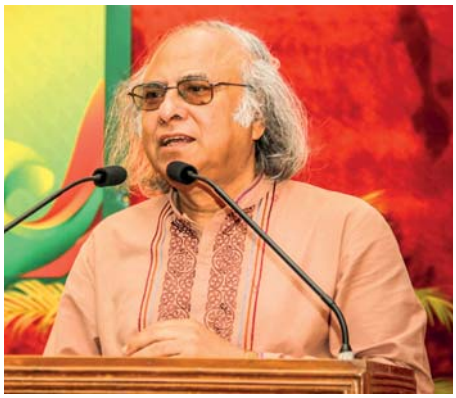

অতিদরিদ্রদের অবস্থা ও উত্তরণের পথ

৩ মে ২০১৪ পিকেএসএফ ভবনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও কৃষক শ্রমিক অধিকার মঞ্চ যৌথভাবে 'অতিদরিদ্রদের অবস্থা ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক একটি মতবিনিময় ও আলোচনা সভা আয়োজন করে, যেখানে আক্ষরিক অর্থেই সমাজের নিপীড়িত ও দলিত জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা তাদের জীবনকথা তুলে ধরার সুযোগ পান। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনু এবং মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব সৈয়দ মোহসীন আলী। অন্যান্যের মধ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব জুনায়েদ আহম্মেদ পলক, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন

গোষ্ঠীভুক্ত ২৫৪ জন অতিদরিদ্র মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ২২ জন স্বামী পরিত্যক্তা, ২৪ জন দিনমজুর, ২২ জন বিধবা, ১৪ জন ভিক্ষুক, ১৯ জন শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, ২০ জন আদিবাসী সাঁওতাল ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়ের এবং ১৮ জন চা-শ্রমিক।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভা সঞ্চালন করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)। সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম)। আলোচনা সভায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ১১ জন প্রতিনিধি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই পিকেএসএফ পরিবার সম্বন্ধে বলেন, আমরা মূলত তিনটি গোষ্ঠী এই পরিবারে একাত্ম হয়ে কাজ করি। গোষ্ঠী তিনটি হচ্ছে: পিকেএসএফ-এ যারা কাজ করে, সহযোগী সংস্থায় যারা কাজ করে এবং যারা বিভিন্ন কর্মসূচি খানা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে। তিনি বলেন, আমরা একসঙ্গে পারস্পরিকতার ভিত্তিতে কাজ করি, কেউ কারো জন্য কাজ করি না। ড. আহমদ বলেন, যেহেতু দারিদ্র্য বহুমাত্রিক, তাই বহুমাত্রিক দারিদ্র্যকে বহুমাত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। সেলক্ষ্যে, ২০১০ সালে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম ধাপে ২১টি, দ্বিতীয় ধাপে ১৪টি ও তৃতীয় ধাপে ৮টিসহ মোট ৪৩টি ইউনিয়নে বহুমাত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ড. আহমদ জানান, এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করার চেষ্টা করা হয়। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ঝরে পড়ার হার শতকরা এক ভাগেরও নিচে নেমে এসেছে। এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ড. আহমদ বলেন, বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে অনেক দূর এগিয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা। ইতোমধ্যে তা ২৬ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, অতিদারিদ্র্য নেমে এসেছে ১২/১৩ শতাংশে। আজকের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হলো, এ আলোচনা থেকে যে তথ্য বেরিয়ে আসবে সেগুলো গোষ্ঠীভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। কারণ, একটি জাতির মুক্তি আনতে হলে সবাইকে একসঙ্গে মুক্ত হতে হবে। কাউকে বাদ দিয়ে একটি জাতির মুক্তি সম্ভব নয়।

মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব সৈয়দ মোহসীন আলী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার অতিদরিদ্রদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, বর্তমানে দলিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আগের তুলনায় তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। তিনি চা-শ্রমিকদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা বিস্তারে ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতীয় জীবনে চারটি বড় চ্যালেঞ্জকে চারটি যুদ্ধের সাথে তুলনা করে বলেন, প্রথমত দারিদ্র্য উচ্ছেদের যুদ্ধ, দ্বিতীয়ত পরিবেশের বিপর্যয় হতে বাংলাদেশকে রক্ষার যুদ্ধ, তৃতীয়ত জঙ্গিবাদের আতঙ্ক মুক্ত করে বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ এবং সর্বশেষ লিঙ্গ বৈষম্য থেকে দেশকে মুক্ত করার আরেকটি যুদ্ধ।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমরা যেমন '৭১-এ বিজয় অর্জন করেছি, তেমনি অতিদারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলেও অর্থাৎ দারিদ্র্য উচ্ছেদ করতে হলে আমাদেরকে শান্তির মধ্যে থেকে তা সম্পন্ন করতে হবে। তথ্যমন্ত্রী নারী পুরুষের সমতা বিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, শুধু নারী পুরুষ নয়, সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা জরুরি। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী কৃষি শ্রমিকের স্বীকৃতি ও অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শ্রমিককে ন্যায্য মূল্য প্রদান করতে হবে, বাল্য বিবাহ রোধ করতে হবে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠন করতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, অতিদরিদ্রদের অবস্থান হচ্ছে ভূমিহীন, ভিক্ষুক, যৌন-কর্মী, ভবঘুরে, আদিবাসী, বস্তিবাসী, মৌসুমী শ্রমিক, উপকূলবাসী, নদী ভাঙ্গনের ফলে উদ্বাস্তু, প্রান্তিক চাষী এবং প্রতিবন্ধীদের মাঝে। এছাড়া চরাঞ্চল, হাওর অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, খরা অঞ্চল প্রভৃতি এলাকায় অতিদরিদ্ররা রয়েছে। তাই প্রথমেই অতিদরিদ্রদের চিহ্নিত করতে হবে।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহম্মেদ এমন একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতিদরিদ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে গিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর ২৫ বছরে পদার্পণ সমাজে নতুন শক্তির সঞ্চার করবে এবং পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের নেতৃত্বে দারিদ্র্য বিমোচনে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। জনাব তোফায়েল সরকারের দরিদ্রবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন বয়স্ক ভাতা প্রদান, কৃষকদের অনুকূলে কৃষিঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সারা বিশ্বে স্বীকৃত বাংলাদেশের অর্জিত অগ্রগতির মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য অন্যতম। তিনি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বে অর্জনের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ২৯.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা, সেখানে বাংলাদেশ দু' বছর আগেই ২৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছে এবং ২০১৫ এর মধ্যে তা ২৪ থেকে ২৫ শতাংশে নেমে আসবে।

অতিদরিদ্রদের জন্য কার্যক্রম-উজ্জীবিত

পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে Food Security 2012 Bangladesh- Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটির Ultra Poor Programme (UPP) - Ujjibito কম্পোনেন্টটি নভেম্বর ২০১৩ থেকে বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ১৭২৪টি ইউনিয়নে ৩৮টি সহযোগী সংস্থার ৭৬৬টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৩.৩৫ লক্ষ অতিদরিদ্র সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংগঠিত অতিদরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ৭৫৫০ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে কৃষিজ প্রশিক্ষণ এবং ৬০০ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে অ-কৃষিজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বসতবাড়িতে সবজি চাষের জন্য ৭০,৯৯৩ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে বীজ এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৮৯ জন অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে বিশেষ অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পিকেএসএফ থেকে নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে **ইউপিপি-উজ্জীবিত** প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হচ্ছে। বিগত ৭ জুন ২০১৪ তারিখ ব্রাসেলস থেকে আগত ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর ৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল যশোর জেলায় বাস্তবায়িত **ইউপিপি-উজ্জীবিত** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা **আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার**-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। একেএম নুরুজ্জামান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী উক্ত টীমের সঙ্গী ছিলেন। পরিদর্শনকালে উক্ত টীম প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যদের সাথে প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করে ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন: ছাগল পালন, কেঁচো সার খামার এবং বসতবাড়িতে সবজি চাষ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, আরইআরএমপি-২ সদস্যদের সাথে আলাপ করেন এবং তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা প্রকল্পের আওতায় চলমান স্যাটেলাইট ক্লিনিকের কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে **ইউপিপি-উজ্জীবিত** এর কার্যক্রম নিয়ে সার্বিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা

বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সর্বমোট ২৭৩টি, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে। নতুন এনজিও/ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ পিকেএসএফ-এর একটি নিয়মিত কার্যক্রম। তারই ধারাবাহিকতায় ২১ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে একটি নতুন সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট (ওসেড): পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৮৮তম সভায় রাজশাহী জেলার একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম রাজশাহী জেলার ২টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ৩৬টি গ্রামে বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানটির মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ বর্তমানে ৪.০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৫১৪ জন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৬৪টি সমিতিতে মোট ৮১৪ জন সদস্যকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি বর্তমানে ১.৩৩ মিলিয়ন টাকা। প্রতিষ্ঠানটি এযাবৎ মোট ১৩৭.২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.৯৫ ভাগ। সংস্থাটির একটি কার্যনির্বাহী ও সাধারণ পর্ষদ রয়েছে যা সংস্থাটির সুশাসনকে নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক। তিনি কর্ম-এলাকায় বসবাসকারী নিবেদিতপ্রাণ একজন সমাজকর্মী।

Expanding the Horizon of Opportunities: Potential of Seaweed

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বর্ষব্যাপী রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্নমুখী সেমিনারের অংশ হিসেবে গত ১৭ মে ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর মিলনায়তনে Expanding the Horizon of Opportunities: Potential of Seaweed শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমাত আরা সাদেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. শেলীনা আফরোজা। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **কোস্ট ট্রাস্ট** এর পক্ষ থেকে জনাব মোঃ শফিউদ্দিন, সমন্বয়কারী (মৎস্য উন্নয়ন) সেমিনারে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের তিন শতাধিক কর্মকর্তা এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের সভাপতি ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম উল্লেখ করেন যে, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষিজ ও অ-কৃষিজ খাতের উন্নয়নে নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ মডেল উদ্ভাবন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে wholesale agency প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছে।

সেমিনারে **কোস্ট ট্রাস্ট** এর সমন্বয়কারী জনাব মোঃ শফিউদ্দিন বাংলাদেশে সামুদ্রিক শৈবালের সম্ভাবনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশে প্রায় ১৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল রয়েছে। শৈবালে আয়রণ, আয়োডিন, খনিজ লবণ ও ক্যারোটিন রয়েছে যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শৈবাল শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ ও বয়স্কদের বাড়তি পুষ্টির যোগান দেয় এবং শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা হ্রাস করে। এছাড়াও জৈব সার তৈরিতে, ঔষধ শিল্পে এবং প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতেও শৈবাল ব্যবহৃত হয়।

এই উপস্থাপনায় পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং **কোস্ট ট্রাস্ট** কর্তৃক বাস্তবায়িত **সামুদ্রিক শৈবাল** চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডসমূহ, শৈবাল আহরণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, প্রকল্পের অর্জন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কক্সবাজার এলাকায় কয়েকজন উদ্যোক্তা শৈবালজাত বিভিন্ন পণ্য যেমন শ্যাম্পু, শৈবালের তৈল, ফেসওয়াস ইত্যাদি তৈরি করছেন।

মুক্ত আলোচনা পর্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম মণ্ডল সামুদ্রিক শৈবাল বিষয়ক আরো তথ্য পরিবেশন করে জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

পিকেএসএফ-এর Community Climate Change Project (CCCP)-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ সেমিনারে অবহিত করেন যে, সামুদ্রিক শৈবাল বায়ুমণ্ডলের কার্বন ধরে রাখার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক উৎস। একটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ৫০ বছরে যে পরিমাণ কার্বন ধরতে পারে সামুদ্রিক শৈবাল মাত্র ৩-৫ বছরে সেই পরিমাণ কার্বন ধারণ করতে পারে।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. শেলীনা আফরোজা শৈবালের মত একটি অপ্রচলিত বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করায় পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি শৈবালের মত সম্ভাবনাময় খাদ্য উপাদানকে ভোজনবিলাসী বাঙালির খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। টিভিতে রান্নার অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে শৈবালকে খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমাত আরা সাদেক বলেন, পিকেএসএফ নানা ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগে অন্যতম অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখছে। শৈবালের মত অপ্রচলিত সম্ভাবনাময় খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড সরকারের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেন, পৃথিবীর অনেক দেশে সামুদ্রিক শৈবাল সবজি হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এসব দেশে সামুদ্রিক শৈবাল রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। শৈবাল চাষ এবং এর বাজার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এটি একটি বড় অর্থনৈতিক খাত হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতি মহোদয় তাঁর সমাপনী বক্তৃতায় বলেন, সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সাথে পিকেএসএফ-এর শৈবাল চাষ প্রচলন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ তার ক্ষুদ্র উদ্যোগ দিয়ে চেষ্টা করছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশটিতে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

DIISP কার্যক্রম

Refreshers প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ কর্তৃক Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত সেবাসমূহ দক্ষতার সাথে দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য Refreshers প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। নির্বাচিত ৪০টি সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ৮০টি শাখার ব্যবস্থাপক এবং এরিয়া/জোনাল ব্যবস্থাপকগণ ৪টি পৃথক ব্যাচের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী এই Refreshers প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রবীমা সেবার ধরনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, হিসাব পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নরত ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা ও এতদসংক্রান্ত সম্ভাব্য সমাধান ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবীমা সেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর আওতায় জানুয়ারি ২০১৪ হতে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে 'স্বাস্থ্যসেবা' ও 'স্বাস্থ্যবীমা' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। নির্বাচিত ৪০টি সংস্থার ৮০টি শাখার সকল সদস্য এবং তাদের পরিবার স্বাস্থ্যসেবার আওতায় 'প্যারামেডিক সেবা' এবং স্বাস্থ্যবীমার আওতায় 'হাসপাতাল নগদ সুবিধা বীমা' গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং মানসম্পন্ন ও সহনীয় স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা (Access) বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের ও পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করাই হলো 'প্যারামেডিক সেবা'র উদ্দেশ্য। এ সেবার আওতায় প্যারামেডিক কর্তৃক স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে সপ্তাহে ছয় দিন এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সপ্তাহে একদিন এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক সদস্যদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এ সেবার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ যেমন স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, তেমনি সহযোগী সংস্থাগুলোও পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যবীমা সেবা প্রদানে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত হয়ে উঠছে। সম্প্রতি প্রকল্পের পক্ষ থেকে বেশকিছু সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ সমিতির সভা শেষে প্যারামেডিক কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা সদস্যদের সাথে কথা বলেন। মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের সাথে কথা বলে তাঁদের মধ্যে এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবার জন্য চাহিদা এবং আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। সদস্যদের নিকট অধিকতর স্বাস্থ্যসেবার তথ্য পৌঁছানোর কর্মকৌশল হিসেবে নির্বাচিত শাখা অফিস এবং এর আওতাধীন প্রতিটি সমিতির সভার নিকটবর্তী উন্মুক্ত স্থানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থা করার জন্য সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

Turkey প্রতিনিধিদলের পিকেএসএফ পরিদর্শন

তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের TIKA বিষয়ক কর্মকর্তা মি. ফাহরি বুরাক কৃষিখাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ-কে আর্থিক সহায়তা প্রদানে তাঁর দেশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিগত ২৫ জুন ২০১৪ তারিখে তুর্কি প্রতিনিধি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব সেলিম রেজা ও সহকারী সচিব জনাব নওশের আহমেদ সিকদারের উপস্থিতিতে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত একটি সমন্বয় সভায় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়।

উক্ত সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে সর্বজনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-২); এ কিউ এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম); ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) এবং তানভীর সুলতানা, ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। জনাব গোলাম তৌহিদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের আলোকে একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, উক্ত সভায় খসড়া প্রকল্প প্রস্তাবনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পরিশেষে, তুর্কী প্রতিনিধি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সেসময় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের (কার্যক্রম-১) উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে নিজস্ব এবং এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্যও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া পিকেএসএফ দেশের বাইরে হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য শিক্ষাসফর/ওরিয়েন্টেশন এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থীদের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন' বিষয়ক কার্যক্রমের ওপর ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থাও করে থাকে। এপ্রিল-জুন ২০১৪ সময়কালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পদবী	সংগঠক	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ভেন্যু
Research Methods and Impact Analysis	সহকারী মহাব্যবস্থাপক (চলতি), ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক	আইএনএম	১৯ দিন (মে ১১-২৯)	৪	ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)
World Bank Open Development Training Session for Researchers	পরিচালক, ব্যবস্থাপক	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক	১ দিন (মে ২২)	২	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
Income Tax (Special Emphasis on Budget 2014)	উপ-ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক, অফিসার	বাংলাদেশ জাপান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১ দিন (জুন ২৮)	৪	বাংলাদেশ জাপান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পদবী	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ	সহযোগী সংস্থা/ MFIs সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ভেন্যু
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩ দিন	১৪	৪৪	পিকেএসএফ
আর্থিক পণ্যের নক্শা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩ দিন	৯	১৭	পিকেএসএফ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩ দিন	২০	৪৫	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	প্রধান ও শাখা কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষক	১১	৩ ও ৪ দিন	১৭	২৬৯	পিকেএসএফ এবং ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যু
দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	সহকারী কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী	৪	৪ দিন	১১	১০০	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৪টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	সহকারী কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী	১৬	৫ দিন	৬৮	৩৮৮	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৮টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২০	৫ দিন	৫০	৩৬১	ঢাকার নির্বাচিত ১০টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
এনজিও এবং এমএফআই-দের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৫ দিন	১৯	৪২	পিকেএসএফ
এনজিও-এমএফআই কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের হিসাবরক্ষক ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	২	৫ দিন	১৭	৪৪	পিকেএসএফ
প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৪	৫ দিন	১৯	৭২	আইএনএম
প্রাইম কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩ দিন	১৭	৪৮	পিকেএসএফ
ক্ষুদ্রবীমা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রিফ্রেশার্স ট্রেনিং	বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা	৪	২ দিন	৪০	১১৯	আইএনএম এবং আপন উদ্যোগ সংস্থা
পিকেএসএফ ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	MFI- এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১ দিন	১৬	১৬	পিকেএসএফ

ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম

পিকেএসএফ নির্বাচিত বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জন্য 'উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ' বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ইন্টার্নশীপ-এর পরিচালনা করে। এপ্রিল-জুন ২০১৪ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কলাসটিকা এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ইন্টার্নশীপ করেন।

প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ হালনাগাদকরণ

প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ হালনাগাদ করে থাকে। পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ মডিউলগুলোর ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে পুনর্গঠনের বিষয়ে InM-কে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর/সভায় অংশগ্রহণ

UNDP এবং Financial Regulatory Commission of Mongolia কর্তৃক আয়োজিত Inclusive Insurance-2014 International Forum-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৬-১৭ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে উলান বাতর, মঙ্গোলিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় 'Inclusive Insurance: A Bangladesh Case Study' বিষয়ে তাঁর উপস্থাপনা পেশ করেন।

এপ্রিল ২১-২৫, ২০১৪ তারিখে Asia-Pacific Rural and Agriculture Credit Association (APRACA) কর্তৃক Philippines এ আয়োজিত Exposure Study Visit on Agriculture Value Chain Finance এ পিকেএসএফ-এর জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, চলতি দায়িত্ব (কার্যক্রম) অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ১৮-২১ মে, ২০১৪ ঢাকার র‍্যাডিসন হোটেলে অনুষ্ঠিত APRACA-এর ৬৪তম Executive Committee Meeting-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং ১৯ তম General Assembly Meeting-এ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-২) জনাব গোলাম তৌহিদ অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর আরো ৪ জন কর্মকর্তা Regional Policy Forum on Risk Management for Smallholder Farmers and Communities শীর্ষক ফোরামে অংশগ্রহণ করেন।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য 'প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার' প্রণয়ন করেছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মোট ১১টি মডিউলের ওপর ২৪৩টি ব্যাচে (প্রকল্পসহ) প্রায় ৬ হাজার কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা সম্পৃক্ত করে এই ক্যালেন্ডার প্রণীত হয়েছে।

পিকেএসএফ ও এটিএন বাংলা-র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

বিগত ৫ মে ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ ও দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলা-র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন এবং এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ-এর চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মাননীয় সভাপতি মহোদয় ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ-এর সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক বছরের জন্য প্রাথমিকভাবে এই স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এটিএন বাংলা চ্যানেলে প্রচারের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে এবং এর কার্যক্রম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। অনুষ্ঠানটি গত ৯ মে ২০১৪ থেকে প্রতি শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে এটিএন বাংলায় প্রচারিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া বিষয়ে পরিচালিত গবেষণা

ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা সত্ত্বেও জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত পিকেএসএফ প্রদত্ত অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাইম কর্মসূচি হতে ঝরে পড়ার হার ছিল যথাক্রমে ৫.৬০ ও ৪.৯২ শতাংশ। পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ এবং অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী শাখার উদ্যোগে যৌথভাবে পরিচালিত একটি গবেষণায় এই তথ্য জানা গেছে। ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান এবং এর সমাধান অন্বেষণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা কর্মটি মার্চ ২০১৪ সালে শেষ হয়েছে।

গবেষণা কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত ছিলেন: ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা), সেলিনা শরীফ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, কামরুন্নাহার, উপ-ব্যবস্থাপক এবং মুহাম্মদ সাইদুল হক, উপ-ব্যবস্থাপক।

এই গবেষণায় বহু পর্যায়ভিত্তিক স্তরে দৈব নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থেকে ১৫০টি এবং প্রাইম কর্মসূচিভুক্ত ১৫০টিসহ মোট ৩০০টি খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া এফজিডি, কেআইআই এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার উপর এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাইম কর্মসূচি হতে সদস্যদের ঝরে পড়ার প্রধান কারণ হলো সদস্যদের ঋণের কিস্তি পরিশোধে অক্ষমতা, ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের অপর্যাপ্ততা, আয়ের একাধিক উৎসের অভাব, অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ ব্যবহার এবং বর্তমান ঋণের মাধ্যমে পূর্বের ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে রয়েছে: ঋণ আদায়ের জন্য অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ, পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যের অসুস্থতা, চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে ঋণ না পাওয়া, সংস্থা কর্তৃক সমিতির বিলুপ্তি ঘটানো, সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাইম কর্মসূচি হতে সদস্যদের ঝরে পড়া রোধকল্পে এই গবেষণা-কর্মে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২৩৫৬৩.৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৮৪৮৪৩.৮১ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৬৬ ভাগ। নিচে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)*	১৭০৬০১.৩৫	৩৮০২৩.১৬
প্রকল্পসমূহ** এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট (পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা)	৩৭৯.৩৮	১৮০.২১
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৬০.৭২	৩৫.৭২
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
আরইডিপি-ইসিএল	১৩.০৫	০.০০
আরইডিপি-এমসি	৩১.৭৭	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৯.০৯
ইফাদেপ-১	৭১.২০	০.১৮
ইফাদেপ-২	১৪.৩০	০.০০
জেএমবিএ	১৪.০০	০.০০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
এমএফটিএস	২৬০২.৩০	৩২.৫৫
এসআরএলপি	৪৯১.৬৫	০.০০
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	১৮৫.১০
এমএফটিএসপি (আইডি)	২৪.৪৭	০.০০
এমএফএমএসএফপি (আইডি)	১০.৮৮	০.০০
প্রকল্পসমূহ (মোট)	১৪২৪২.৪৬	৫৪০.৮৭
সর্বমোট	**১৮৪৮৪৩.৮১**	**৩৮৫৬৪.০৩**

অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়) পিকেএসএফ–সহযোগী সংস্থা

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১২-১৩) এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত	ঋণ বিতরণ (২০১৩-১৪) এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত
গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	৪৪৯৬.৮০	৫৭৫৫.৫০
নগর ক্ষুদ্রঋণ	১১৭০.৩০	১৪৩৭.০০
ক্ষুদ্র-উদ্যোগ	৩৬৬১.৩০	৪৪২৭.৭০
অতিদরিদ্র	১৩৩৩.১০	১৭৬৯.৪০
মৌসুমী	৪৮০৮.২০	৬৩২৭.৩০
কৃষি ঋণ	৩১২৬.০০	৩১০৫.৮০
ডিএমএল	২৫.৩০	৬৩.৫০
সমৃদ্ধি	১২২.২০	৯৩.৫০
প্রাতিষ্ঠানিক	২.৮১	২.১৫
লিফট	৫১.৮১	১০৬.৬৭
কেজিএফ	৪৯৫.০০	৪৭৫.০০
মোট	**১৯২৯২.৮২**	**২৩৫৬৩.৫১**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা –ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৩-১৪ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৫০.৫৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ১৭১২.৪৫ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৫৬। এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৮.২৫ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.০৬ জন মহিলা।

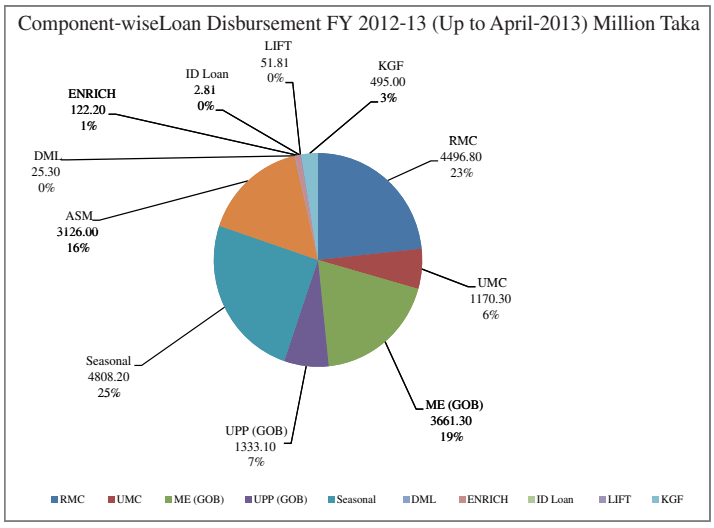

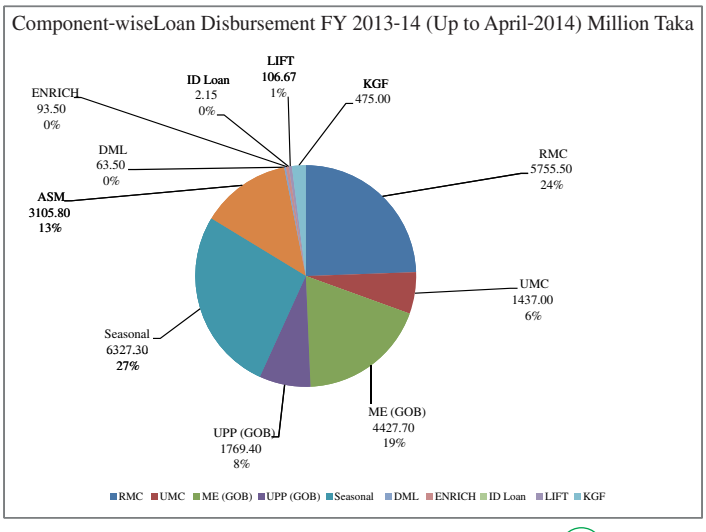

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
ব্যারিস্টার নিহাদ কবির	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের মহাসম্মেলন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার ২৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান ১১ মে ২০১৪ তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিনের বৈকালিক আয়োজন ছিল বিশেষভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত খোলামেলা ও প্রাণোচ্ছল মতবিনিময় সভাকে মহাসম্মেলন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে স্বাগত ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, সমাজ উন্নয়ন কর্মী এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারীসহ প্রায় ২০০০ জন উন্নয়নকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মহাসম্মেলনে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত স্বাস্থ্যসেবিকা ও শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর কর্মসূচির প্রভাব, বিদ্যমান সমস্যা এবং সমাধান ও কর্মসূচির উন্নয়ন ও বিকাশে করণীয় সম্বন্ধে তাদের অভিমত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, সভাপতি মহোদয় পিকেএসএফ কর্মসূচির মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন বুনে দিয়েছেন, **সমৃদ্ধি**-র মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় যুবকদের জন্য রয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও চাকুরি প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় সরকার এবং কর্মসূচির আওতাধীন পরিবারসমূহ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করছে।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির প্রধান দু'টি কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা সম্পর্কে সভায় বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তিনি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, **সমৃদ্ধি** শিক্ষাকেন্দ্রের বৈকালিক শিক্ষা সহায়তার কারণে ঝরে পড়ার হার এক শতাংশের নিচে কমে এসেছে। তিনি জানান, আরো ১০০টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

মহাসম্মেলনে উপস্থিত ১২ জন শিক্ষিকা এবং ১১ জন স্বাস্থ্যসেবিকা বক্তব্য প্রদান করেন। তারা বলেন, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচি আগ্রহভরে গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি স্বাস্থ্যসেবিকা ও শিক্ষিকাদের জীবিকা নির্বাহ সহজ করেছে ও তাদের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনে সম্মান বয়ে এনেছে।

পিকেএসএফ পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সমাজ উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় যে সব বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন নৈতিক বিষয় ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া হয়।

তিনি মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যকে পরাজিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা। মহাসম্মেলন থেকে যে সুপারিশমালা এসেছে তিনি সেগুলো যথাসাধ্য বাস্তবায়ন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি এবং বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য নমনীয় পরিমাণ ভাড়া প্রদান করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণায় উপস্থিত দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি প্রবল উচ্ছ্বাসে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তখন সমগ্র মিলনায়তন আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। কর্মীরা অধিকতর উৎসাহ ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সমাপনী বক্তব্যে বলেন, পিকেএসএফ সীমিত সম্পদ দিয়ে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখবে এবং একে আরো বেগবান করা হবে।